দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 2 8 MAY 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ২ .....

শিক্ষকের মর্যাদার সেকাল আর একাল

ড. কুদরাত-ই-খুদা বাবু

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্র থাকাবস্থায় কোনো এক শ্রেণির পাঠ্যবইয়ে কবি কাজী কাদের নেওয়াজ রচিত 'শিক্ষকের মর্যাদা' নামক একটি কবিতা পড়েছিলাম। কবিতাটির বিষয়বস্তু ছিল এরকম: দিল্লির এক মৌলভী (শিক্ষক) বাদশাহ আলমগীরের পুত্রকে পড়াতেন। একদিন প্রভাতে বাদশাহ লক্ষ্য করলেন, তাঁর পুত্র ওই শিক্ষকের পায়ে পানি ঢালছেন আর শিক্ষক তাঁর পা নিজেই পরিষ্কার করছেন। এ ঘটনা প্রত্যক্ষ করার পর বাদশাহ দূত মারফত ওই শিক্ষককে কেল্লাতে ডেকে নিয়ে যান (যদিও ওই শিক্ষক খুব ভয়ে ছিলেন)। তারপর বাদশাহ ওই শিক্ষককে বলেন, 'আমার পুত্র আপনার নিকট থেকে তো সৌজন্য না শিখে বেয়াদবি আর গুরুজনের প্রতি অবহেলা করা শিখেছে। কারণ, সেদিন প্রভাতে দেখলাম আমার পুত্র শুধুমাত্র আপনার পায়ে পানি ঢেলে দিচ্ছে আর আপনি নিজেই আপনার পা পরিষ্কার করছিলেন। আমার পুত্র কেন পানি ঢালার পাশাপাশি আপনার পা ধুয়ে দিল না—এ কথা স্মরণ করলে মনে ব্যথা পাই'। বাদশাহর মুখ থেকে এ কথা শোনার পর ওই শিক্ষক অত্যন্ত উচ্ছ্বাসের সাথে বলেন, 'আজ হতে চির উন্নত হল শিক্ষাগুরুর শির, সত্যিই তুমি মহান, উদার, বাদশাহ্ আলমগীর'।

আগের যুগে সমাজে শিক্ষকের মর্যাদা যে কত উঁচুমানের ও কতটা সম্মানের ছিল, তা বাস্তবধর্মী এ কবিতাটির মাধ্যমেই অত্যন্ত সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। আর এখনকার দিনে শিক্ষকের ওপর হামলা চালানো, তাদেরকে হুমকি প্রদান ও হত্যা করা এবং লাঞ্ছনা করার ঘটনা যেন নিত্য-নৈমিত্তিক বিষয়। শিক্ষকদের ওপর হামলা চালানোসহ তাদেরকে হত্যা করা, হুমকি দেওয়া এবং লাঞ্ছনা করা যে নিঃসন্দেহে লজ্জাজনক এবং এ লজ্জা যে গোটা জাতির লজ্জা তা বলা বাহুল্য। এ দেশে অনেক শিক্ষক হত্যা হওয়াসহ অনেকবার শিক্ষকদের ওপর হামলা চালানো ও তাদেরকে বারবার লাঞ্ছনার শিকার হতে হলেও এখন পর্যন্ত বেশিরভাগ ঘটনার বিচার হয়নি। ফলে অপরাধীরা এ ধরনের জঘন্য কর্মকাণ্ড ঘটাতে উৎসাহী হয়ে উঠছে—যা এ জাতির জন্য চরম অশনি সংকেত। দেশবাসীসহ বিশ্ববাসী সর্বশেষ গত ১৩ মে দেশে শিক্ষক লাঞ্ছনার মতো অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা প্রত্যক্ষ করলেন নারায়ণগঞ্জে। বিভিন্ন গণমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগের বদৌলতে দেশবাসীসহ বিশ্ববাসীর কাছে এ বিষয়টি এখন এতটাই আলোচিত, সমালোচিত ও নিন্দিত বিষয় হয়ে ওঠে যে, এখানে এ ঘটনার অবতারণা করা অনাবশ্যক। শুধু শিক্ষক লাঞ্ছনা-ই নয়, শিক্ষকদের হত্যা করতেও দ্বিধাবোধ করে না সন্ত্রাসীরা—যার প্রকৃষ্ট প্রমাণ রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়। ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে গত একযুগে চারজন অধ্যাপককে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে। আবার হামলা চালিয়েও শিক্ষকদেরকে আহত করতেও কার্পণ্য করে না হামলাকারীরা। যার প্রকৃষ্ট প্রমাণ, ২০১৪ সালের ১০ সেপ্টেম্বর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের বাসে ছাত্রশিবিরের নেতা-কর্মীদের ককটেল হামলা চালিয়ে ১২ জন শিক্ষককে আহত করার ঘটনা। এ ঘটনার তিনদিনের মাথায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক মাহবুবউল্লাহর প্রতি হামলা চালায় অজ্ঞাত দুর্বৃত্তরা। এর আগে ২০১৩ সালের ১০ জানুয়ারি বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের দাবিতে আন্দোলনরত শিক্ষকদের ওপর ছাত্রলীগের 'বহিরাগত' কর্মীরা হামলা চালিয়ে দুই শিক্ষককে আহত করে। ওই একই দিনে ঢাকায় এমপিওভুক্তির দাবিতে আন্দোলনরত স্বীকৃতিপ্রাপ্ত সব বেসরকারি মাধ্যমিক স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের ওপর তরল কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করে পুলিশ হামলা চালায়। এর একদিন পর ১২ জানুয়ারি কুষ্টিয়ার ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা বহিরাগতদের সঙ্গে নিয়ে ফিল্মি-স্টাইলে শিক্ষক লাউঞ্জে ঢুকে ইট-পাটকেল ছুঁড়ে ২০ জন শিক্ষককে আহত করে।

শিক্ষা যদি হয় জাতির মেরুদণ্ড এবং শিক্ষকরা যদি জাতির কারিগর হয়ে থাকেন, তাহলে এ ঘটনাগুলো নিশ্চয় জাতির মেরুদণ্ড এবং জাতির কারিগরের ওপর চরম আঘাত। এ বিষয়গুলো কি সরকারসহ সংশ্লিষ্ট সকলেরই গুরুত্বসহকারে ভেবে দেখে এ ক্ষেত্রে দ্রুত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা উচিত নয়?

● লেখক: বিভাগীয় প্রধান, আইন বিভাগ, কক্সবাজার ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি
kekbabu@yahoo.com